# বহুজাতিক কোম্পানীর জন্য কয়লানীতি

**সাজেদুর রহমান**

সরকার কয়লানীতি করতে যাচ্ছে। কিন্তু এ নীতি অর্থনীতিবিদ, ভূতত্ত্ববিদসহ বিভিন্ন মহল তীব্র বিরোধিতা করছে। রপ্তানিমুখী উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা খননের প্রস্তাব করে তৈরি হয়েছে এ খসড়ানীতি। বহুজাতিক কোম্পানি এশিয়া এনার্জি ফুলবাড়ী কয়লাখনি নিয়ে যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিল, বিশেষজ্ঞরা তারই 'হুবহু কপি' মনে করছেন সরকারের খসড়া কয়লানীতিকে।

জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে গত ১১ ফেব্রুয়ারি 'প্রসঙ্গ : ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প' শীর্ষক এক গোলটেবিলের আয়োজন করে সাপ্তাহিক ২০০০। বৈঠকের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. এম শামসুল আলম, সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ।

গোলটেবিল বৈঠকে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, রাজনৈতিক দিকনির্দেশনার অভাবে এবং সংসদ অকার্যকর থাকায় দুর্নীতির মাধ্যমে খনিজসম্পদ বিদেশীদের হাতে চলে যাচ্ছে। সংসদের বিরোধীদলীয় নেতার সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত বলেন, রাজনীতিকে সাংবিধানিক শাসনের মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি বলেই খনিজসম্পদ নিয়ে লুটপাট বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি রাজনীতিবিদদের খনিজসম্পদ সম্পর্কে তথ্য ও দিকনির্দেশনা দিতে বিশেষজ্ঞ ও সুশীল সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

ভূতত্ত্ববিদ বদরুল ইমাম বলেন, খসড়া কয়লানীতিতে ২০ বছরে ৪০ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলনের কথা বলা হয়েছে। উন্মুক্ত পদ্ধতি ছাড়া এত বিপুল পরিমাণ কয়লা উৎপাদন সম্ভব নয়। অর্থাৎ সরকার ঐ পদ্ধতিতে কয়লা উৎপাদন করতে যাচ্ছে।

জ্বালানি বিশেষজ্ঞ নূরুদ্দিন মাহমুদ কামাল বলেন, দেশে কয়লা বাণিজ্যিক উৎপাদনই হয়নি, খসড়ানীতিতে আঞ্চলিক ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে। এ নিয়ে কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি। খসড়ানীতিতে বলা হয়েছে, যারা কয়লা কিনবে তারাই কয়লার মূল্য ঠিক করবে, কয়লার মালিক নয়। ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রেও কোনো দাবিনামা নেই খসড়ানীতিতে। ভারতের ৬০ হাজার মিলিয়ন টনের বেশি মজুদ থেকে বছরে ৩৬০ মিলিয়ন টন, চীনে ৬ লাখ মিলিয়ন টনের বেশি মজুদ থেকে শূন্য দশমিক ২৫ ভাগ এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১ লাখ মিলিয়ন টনের বেশি মজুদ থেকে শূন্য দশমিক ৮৯ ভাগ উত্তোলন করা হলেও বাংলাদেশে ৭৫ ভাগ রপ্তানির সম্ভাবনা দেখিয়ে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ৯০ ভাগ কয়লা উত্তোলন করবে। এতে জ্বালানি নিরাপত্তার কথা ভাবা হচ্ছে না। অধ্যাপক এমএম আকাশ বলেন, খসড়া কয়লানীতিতে ৬ ভাগ রয়্যালিটির কথা বলা হয়েছে, অথচ এ নিয়ে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্র খোলা হবে কি না তা বলা হয়নি।

পেট্রোবাংলার সাবেক চেয়ারম্যান এসকে আব্দুল্লাহ বলেন, ভূপালের রাসায়নিক বিস্ফোরণের পর পরিবেশগত ক্ষতিপূরণের দাবিনামা সব দেশ গ্রহণ করলেও বাংলাদেশে তা বছরের পর বছর ধরে বিবেচনাধীন রয়েছে। অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, জ্বালানি সম্পদ আহরণে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মুনাফাই বড়, সরকারের ভেতরে-বাইরে কিছু ব্যক্তি রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে কাজ করছে। কয়লার খসড়া নীতিতেও তা সুস্পষ্ট। অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ও বৈঠকের সঞ্চালক কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করা না গেলে জনগণের স্বার্থে সম্পদ ব্যবহৃত নিশ্চিত করা সম্ভব না। অধ্যাপক আসিফ নজরুল বলেন, সংসদে খনিজসম্পদ সম্পর্কে তথ্য চেয়ে সাংসদরাই পাননি। এ নিয়ে আলোচনা হয় না।

এছাড়াও বৈঠকে বক্তব্য রাখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা আমানুল ইসলাম চৌধুরী, প্রকৌশলী মোঃ শহিদুল্লাহ, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বেসরকারি সংস্থা 'বেলা'র পরিচালক (কর্মসূচী) সৈয়দ রেজওয়ানা হাসান, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সমন্বয়ক শুভ কিবরিয়া ও সাপ্তাহিক ২০০০-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা।

**ঘোষণা**

আগামী সংখ্যায় 'প্রসঙ্গ : ফুলবাড়ী কয়লা প্রকল্প' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকের ওপর বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হবে।